দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 JUN 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

অবৈধ দখলে শেকৃবির ২০ একর জমি

রাজধানীর কেন্দ্রে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৬ একর জমির মধ্যে ২০ একরেরও বেশি জমি অবৈধ দখলে রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। এ বিষয়ে গত রবিবারে প্রকাশিত ইত্তেফাকের এক প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে দীর্ঘদিন ধরিয়া বস্তি সম্প্রসারিত হইতেছে, অথচ কর্তৃপক্ষের কোনো মাথাব্যথা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী-শ্রমিকরা ইতিমধ্যে ২০ একরের বেশি জমিতে বস্তি তৈরি করিয়া বহিরাগত বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকদের ভাড়া দিয়াছে। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ২৯টি ঘর ছিল কর্মচারীদের থাকার জন্য, এখন প্রায় শতাধিক অবৈধ ঘর উঠিয়াছে। কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত আবাসনের জমিতে শ্রমিক-কর্মচারী নিজেরাই ইচ্ছামতো ঘর তুলিয়া গরুছাগল পোষা, আত্মীয়-স্বজনদের রাখা এবং বাড়তি ঘর ভাড়া দিয়া জমজমাট বস্তি করিয়া তুলিয়াছে। রাজধানীর অনেক বস্তি যেমন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য অভয়ারণ্য হিসাবে পরিচিত, শেকৃবির বস্তিটিও তাহার ব্যতিক্রম নয়। জানা যায়, এই বস্তিতেও প্রতিনিয়ত মদ, গাঁজা, আফিম ও ফেনসিডিলের ব্যবসা চলে। জুয়ার আসর এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলে অবাধে। গত মাসে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের শিক্ষার্থীদের উপর সন্ত্রাসী হামলা, শিক্ষার্থীদের হল ও হাসপাতালে ভাংচুরের ঘটনা ঘটে, এই বস্তির সন্ত্রাসীরা সেই ঘটনায় জড়িত ছিল বলিয়া জানা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে একটি বাজার রহিয়াছে। সন্ধ্যার পর সেখানে বখাটেদের আড্ডা বসায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রয়োজনে বাজারে যাইতেও ভয় পায়।

রাজধানীতে সরকারি খাস জমি কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন জমিতে যে প্রক্রিয়ায় অবৈধ বস্তি গড়িয়া উঠিয়াছে, শেকৃবির জমিতে দীর্ঘদিনে গড়িয়া ওঠা বস্তিটি তাহার ব্যতিক্রম নহে। একদিকে রাজধানীতে জনসংখ্যার চাপ অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আবাসন সমস্যা সমাধানে পরিকল্পিত উদ্যোগ-পরিকল্পনার অভাব। ফলে নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণের ধার ধারে নাই অনেকেই। অপরিকল্পিত নগরায়নের ধুমধাড়াক্কায় সরকারি জমি দখল করিয়া সৃষ্টি হইয়াছে অনেক অবৈধ বস্তির। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা না থাকায় বহু বস্তিবাসী অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অমানবিক জীবনযাপনে বাধ্য হয়। অন্যদিকে বস্তিগুলি নগরীর শৃঙ্খলা ও পরিবেশ দূষণেরও কারণ হইয়া দাঁড়ায় নানাভাবে। অবৈধভাবে এইসব বস্তি গড়িয়া তোলা এবং পরিচালনার ও জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের এক শ্রেণীর কর্মচারীর মুনাফা লোটার মানসিকতা ক্রিয়াশীল দেখা যায়। শেরেবাংলা নগরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে বস্তি গড়িয়া তুলিয়াছে মূলত সেখানে বসবাসকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরাই। তাহাদের এই অবৈধ কর্মকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও এক শ্রেণীর শিক্ষকের প্রচ্ছন্ন মদদ থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়।

শেকৃবির অবৈধ বস্তি সেখানকার শিক্ষা পরিবেশেও নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া অভিযোগ। কর্তৃপক্ষ কর্মচারী ও শ্রমিকদের দ্বারা তৈরি এসব বস্তি উচ্ছেদ করিতে অপারগ বলিয়া গবেষণা প্লটও তৈরি করিতে পারিতেছে না। এই পরিস্থিতিতে শেকৃবির আওতাধীন জমির পরিকল্পিত সদ্ব্যবহার জরুরি হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। যোদ্দা কথা, রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে বিপুল পরিমাণ জমি অরক্ষিত ও অপরিকল্পিত অবস্থায় না রাখিয়া, অবৈধ বস্তি উচ্ছেদের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তৎপর হইবে— আমরা ইহাই প্রত্যাশা করি।